দৈনিক খবর

তারিখ .. 23 NOV 1988
পৃষ্ঠা ...

মেধাবী হামিদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদান

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কুড়িগ্রামের মেধাবী ছাত্র আবদুল হামিদের দুর্দশার কাহিনী পড়ে তাকে ১০ হাজার টাকার অনুদান দিয়েছে। দৈনিক খবর-এ ১লা অক্টোবর এই মেধাবী ছাত্রের দুঃখের কথা "অর্থের অভাবে মেধা তালিকায় ১১তম স্থান অধিকারী হামিদের পড়ালেখা অনিশ্চিত" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ঢাকার মতিঝিল হাই স্কুল কর্তৃপক্ষও হামিদকে ৩ হাজার টাকা, কাপড়-চোপড় ও বইপত্র দিয়েছে।

সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছেঃ "কুড়িগ্রামের দিনমজুরের ছেলে আবদুল হামিদের শিক্ষায় ছেদ পড়ার আশংকা দূর হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার জন্য

৭-এর পাতায় দেখুন

মেধাবী হামিদের

দশ হাজার টাকার অনুদান মঞ্জুর করেছে। সম্প্রতি দৈনিক খবর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের আগ্রহ ও উদ্যোগে এই বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। খবরটিতে অত্যন্ত গরীব অথচ অসাধারণ মেধাবী ছাত্র আবদুল হামিদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলা হয়। তার বাড়ী কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার পুটিমারী কাজল ডাঙ্গা গ্রামে। সে দিনমজুর আবদুল ওহাবের সন্তান। আবদুল হামিদ এ বছর রাজশাহী বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে মেধা তালিকায় একাদশ স্থান আধিকার করে। তার আরো তিনটি ভাই আছে যাদের তার বাবা খেতে পর্যন্ত দিতে পারে না। তাই, হামিদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ার শংকা অবধারিত হয়ে ওঠে। খবরটি শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আবদুল হামিদকে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশ দেন। আজ ছেলেটি ঢাকায় এসে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করে। তার পরিবারের দারিদ্র্য ও দৈন্যদশার সবিস্তার বর্ণনা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। মন্ত্রী তার লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাকে বিশেষ বিবেচনায় দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। এই অভাবিত ঘটনায় কৃতজ্ঞ আবদুল হামিদ ভাবাবেগ সম্বরণ করতে না পারায় তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে ভেবেছিল হাজারো খবরের ভিড়ে তার কথাও হারিয়ে যাবে।

এছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডও আবদুল হামিদকে ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে।

সে, রাষ্ট্রপতি এরশাদ-এর সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তার ধারণা রাষ্ট্রপতি এরশাদের মত একজন সংবেদনশীল ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত বলেই সরকারের এই উদারতা।

মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের পক্ষ থেকেও আবদুল হামিদকে তিন হাজার টাকা, কাপড়-চোপড় ও বইপত্র দেয়া হয়।